রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ৩১, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩১শে মার্চ, ২০১০/১৭ই চৈত্র, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০শে মার্চ, ২০১০ (১৬ই চৈত্র, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ

২০১০ সনের ১৬নং আইন

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই আইন অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর “,প্রদেয় কোর্ট ফি প্রদান করিতে হইবে” কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

৩। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (৩) এর æ(Power of Attorney)” বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ২১ এর বিলোপ।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ বিলুপ্ত হইবে।

৫। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২২। **মধ্যস্থতা।**—(১) চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত সাধারণ পদ্ধতিতে মামলার বিচার বা শুনানী সম্পর্কিত যে বিধানই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের পর, আদালত, ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে, মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে, মামলাটি, নিযুক্ত আইনজীবীগণ কিংবা আইনজীবী নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে পক্ষগণের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরিত মামলায় নিযুক্ত আইনজীবীগণ মামলার পক্ষগণের সহিত পরামর্শক্রমে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অপর একজন আইনজীবী, যিনি কোন পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত নহেন, অথবা কোন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অথবা অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মামলা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে লাভজনক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হইবার অযোগ্য হইবেন।

(৩) কোন মামলা মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির প্রয়াসের জন্য প্রেরণ করিবার সময় আদালত আইনজীবীগণ ও মধ্যস্থতাকারীর পারিশ্রমিক এবং মধ্যস্থতার পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিবেন না; সংশ্লিষ্ট আইনজীবী, পক্ষগণ ও মধ্যস্থতাকারী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক ও মধ্যস্থতার পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

(৪) পক্ষগণের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া মধ্যস্থতাকারী মধ্যস্থতা কার্যক্রম সমাপ্তির পর একটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে সম্পাদনকারী হিসাবে পক্ষগণের স্বাক্ষর, কিংবা, ক্ষেত্রমত, বাম হস্তের বৃদ্ধাংগুলির ছাপ, এবং মধ্যস্থতাকারী ও আইনজীবীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে; তবে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তি হইয়া থাকিলে, অনুরূপ নিষ্পত্তির শর্তাদি লিখিতভাবে চুক্তি আকারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৫) আদালত, যে তারিখে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদেশ প্রদান করিবে, উক্ত তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে, যদি না আদালত উভয় পক্ষ কর্তৃক লিখিত দরখাস্ত দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক স্বীয় উদ্যোগে, উক্ত সময়সীমা অনধিক আরো ৩০ (ত্রিশ) দিবস বর্ধিত করিয়া থাকে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীনে মধ্যস্থতার আদেশের ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে পক্ষগণ আদালতকে লিখিতভাবে মধ্যস্থতাকারীর নাম অবহিত করিবেন এবং এই সময়ের মধ্যে পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত একজন মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করিবে।

(৭) আদালত উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া এবং ধারা ২৪ এর বিধান সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করিবে।

(৮) এই ধারার অধীন মধ্যস্থতা কার্যক্রম গোপনীয় হইবে এবং পক্ষগণ, তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবী, প্রতিনিধি এবং মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত কোন আলোচনা বা পরামর্শ, উপস্থাপিত কোন সাক্ষ্য, প্রদত্ত কোন স্বীকৃতি, বিবৃতি বা মন্তব্য গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত উক্ত মামলার শুনানির কোন পর্যায়ে বা অন্য কোন কার্যক্রমে উহাদের উল্লেখ করা যাইবে না বা সাক্ষ্য হিসাবে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৯) Court Fees Act, 1870 (Act No. VII of 1870) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি এই ধারার অধীন কোন মামলার বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়, তাহা হইলে আদালত কালেক্টরের নিকট হইতে আরজির উপর প্রদত্ত সমুদয় কোর্ট ফি ফেরত প্রদানের লক্ষ্যে বাদীর অনুকূলে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে এবং উহার ভিত্তিতে বাদী প্রদত্ত কোর্ট ফি ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

(১০) এই ধারার অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে কোন মামলার নিষ্পত্তির আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে কোন আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না।

(১১) মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস ব্যর্থ হইলে আদালত মধ্যস্থতা কার্যক্রমের পূর্ববর্তী অবস্থান হইতে মামলার শুনানীর কার্যক্রম আরম্ভ করিবে।”।

৬। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২৩। **পুনরায় বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস গ্রহণ।**— (১) ধারা ২২ এর অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি না হইলে ৪র্থ পরিচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আদালত কর্তৃক রায় বা আদেশ প্রদানের পূর্বে মামলার যে কোন পর্যায়ে উভয় পক্ষ আদালতের অনুমতিক্রমে ধারা ২২ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধান মোতাবেক বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির সুযোগ এই আইনের ধারা ১৭ তে উল্লিখিত মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমার ব্যত্যয় ঘটাইতে পারিবে না।"।

৭। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপান্তটীকার "বা মীমাংসা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) এই আইনের অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলার নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার লক্ষ্যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার পরিচালক পর্ষদ (Board of Directors) বা অনুরূপ উপযুক্ত পর্যায় কর্তৃক, তদ্‌উদ্দেশ্যে রিজুলিউশন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক, কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাপক বা কর্মকর্তাকে যথাযথ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া আদেশ বা পরিপত্র জারী করিবে।" ;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) আদালত, এই আইনের অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে উপনীত আপোষ অনুযায়ী ডিক্রী বা আদেশ প্রদান করিবার পূর্বে নিশ্চিত হইবেন যে, উক্ত আপোষ উপ-ধারা (২) এর নির্ধারিত সীমার অধীনেই হইয়াছে এবং, ক্ষেত্রমত, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইয়াছে।"।

৮। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২৫। **উচ্চতর দাবী সম্পর্কিত বিরোধ বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির প্রতিবেদনে অনুমোদন গ্রহণ।**—পাঁচ কোটি টাকার অধিক দাবী সম্বলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন মামলা এই আইনের অধীন মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী, যে নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন না কেন, কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।"।

৯। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "১৮০ (একশত আশি) দিবসের মধ্যে" সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১ (এক) বৎসরের মধ্যে" সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "১৮০ (একশত আশি) দিবস" সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১ (এক) বৎসর" সংখ্যা, বন্ধনীগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর উক্তরূপ সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পত্রিকার মাধ্যমে নোটিশ জারী করিবার ক্ষেত্রে ডিক্রীদার লিখিতভাবে আদালতকে যে পত্রিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত পত্রিকায় নোটিশ জারী করাইবে।"।

১১। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপরোক্ত মতে দাবী পেশ করিবার ক্ষেত্রে, দরখাস্তকারী, ডিক্রীকৃত অর্থের, অথবা ডিক্রীকৃত অর্থের আংশিক ইতিমধ্যে আদায় হইয়া থাকিলে অনাদায়ী অংশের, ১০% এর সমপরিমাণ জামানত বা বন্ড দাখিল করিবে, এবং অনুরূপ জামানত বা বন্ড দাখিল না করিলে উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "দরখাস্তটি" শব্দের পরিবর্তে "লিখিত আপত্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি নিষ্পন্ন করিয়া আদালত যদি অবধারণ করিতে পারে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাবী সম্বলিত দরখাস্তটি ডিক্রীদারের পাওনা বিলম্বিত বা প্রতিহত করিবার অসাধু উদ্দেশ্যে দায়ের করা হইয়াছিল, তাহা হইলে আদালত উক্ত দরখাস্ত খারিজ করিবার সময় একই আদেশ দ্বারা উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত জামানত বা বন্ড বাজেয়াপ্ত করিবে এবং ডিক্রীকৃত টাকা যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, বাজেয়াপ্ত জামানত বা বন্ডের অধীন টাকা একই পদ্ধতিতে আদালত আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ ডিক্রীদারকে প্রদান করিবে।"।

১২। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২), (২ক), (২খ) ও (২গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্ধৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্ধৃত দর ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সমপরিমাণ টাকার, জামানত স্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন।

(২ক) দরপত্র সরাসরি নির্দিষ্ট দরপত্র বাক্সে কিংবা রেজিস্ট্রীকৃত ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২খ) অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে আদালত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ডিক্রীদার-আর্থিক প্রতিষ্ঠান লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিয়া দায়িকের সুবিধার্থে সময়সীমা বর্ধিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আদালত এই উপ-ধারার অধীন নির্ধারিত সময়সীমার অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) দিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২গ) ডিক্রীদারের পক্ষে যদি লিখিতভাবে আদালতকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন দাখিলকৃত দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম এবং আদালত যদি উহাতে একমত পোষণ করে, তাহা হইলে আদালত, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, উক্ত দর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর প্রথম লাইনে "উপ-ধারা (২) এর অধীনে" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "উপ-ধারা (২খ) এর অধীনে" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং পঞ্চম লাইনে "আহুত হইবার পরবর্তী ১০ (দশ) দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "আহুত হইবার পর উপ-ধারা (২খ) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর প্রথম লাইনে "উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর বিধান অনুসারে" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধান অনুসারে" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং ৬ষ্ঠ লাইনে "উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত বিধান" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "উপ-ধারা (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এ উল্লিখিত বিধান" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪ক) উপ-ধারা (১) ও (৪) এর অধীন পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি জারী করিবার ক্ষেত্রে, বাদী লিখিতভাবে আদালতকে যে পত্রিকার নাম অবহিত করিবেন আদালত তদনুযায়ী উক্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইবে।";

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর প্রথম লাইনে "উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে "উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং তৃতীয় লাইনে "উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এর বিধান

অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৬ক) এবং (৬খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

“(৬ক) উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত করা সত্ত্বেও ডিক্রীদার উক্ত সম্পত্তি উপযুক্ত মূল্যে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত মূল্য কিংবা যুক্তিসংগত আনুমানিক মূল্য বাদ দিয়া, ধারা ২৮ এর বিধান সাপেক্ষে, জারীর মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৬খ) এই ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন সম্পত্তি, দখল ও ভোগের অধিকারসহ, ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত হইবার ক্ষেত্রে, অনুরূপ ন্যস্ত হইবার ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে উপ-ধারা (৭) এর অধীন ডিক্রীদারের পক্ষে আদালতের নিকট লিখিত আবেদন করিয়া উক্ত সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করা যাইবে এবং তাহা না করা হইলে ৬ (ছয়) বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথেই উক্ত সম্পত্তিতে ডিক্রীদারের মালিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বর্তিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে তৎমর্মে ঘোষণা বা সনদ গ্রহণ করা যাইবে।”;

(ছ) উপ-ধারা (৭) এর দ্বিতীয় লাইনে “উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর বিধানাবলীর কোনরূপ হানি না ঘটাইয়া” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১), (২), (২ক), (২খ), (২গ) ও (৩) এর বিধানাবলীর কোনরূপ হানি না ঘটাইয়া” শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৭ক) ও (৭খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

“(৭ক) উপ-ধারা (৫) বা (৭) এর অধীন সম্পত্তির দখল আদালতযোগে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক হইলে, ডিক্রীদারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত ডিক্রীদারকে উক্ত সম্পত্তির দখল অর্পণ করিতে পারিবে।

(৭খ) উপ-ধারা (৭ক) এর অধীন ডিক্রীদারকে সম্পত্তির দখল অর্পণ করিবার পূর্বে আদালতকে পুনঃ নিশ্চিত হইতে হইবে যে, উক্ত সম্পত্তিই আইনানুগভাবে উহার প্রকৃত মালিক কর্তৃক ডিক্রীর সংশ্লিষ্ট ঋণের বিপরীতে বন্ধক প্রদান করা হইয়াছিল অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে দায়িকের প্রকৃত স্বত্ব দখলীয় সম্পত্তি হিসাবে উক্ত সম্পত্তিই ক্রোক করা হইয়াছিল।"।

১৩। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ৩৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৩৮। **জারীর পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি।**—(১) এই আইনের অধীন অর্থ ঋণ আদালত মামলায় প্রদত্ত ডিক্রীর ধারাবাহিকতায় জারী কার্যক্রম অব্যাহত থাকার যে কোন পর্যায়ে পক্ষগণ মধ্যস্থতার মাধ্যমে জারী মামলার বিষয়বস্তু নিস্পত্তি করিয়া আদালতকে অবহিত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে ধারা ২২ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) আদালত, উপ-ধারা (১) এর অধীন অবহিত হইলে এবং নিস্পত্তির বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত জারী মোকদ্দমা চূড়ান্তভাবে নিস্পত্তি করিয়া আদেশ প্রদান করিবে।"।

১৪। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ৪১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (১) এর "পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "পরবর্তী ৬০(ষাট) দিবসের" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি এবং শেষ লাইনের "তাহা হইলে জেলাজজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "তাহা হইলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে জেলাজজ আদালতে আপীল করিতে পারিবেন" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **২০০৩ সনের ৮ নং আইনের নতুন ধারা ৪৪ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ৪৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৪৪ক। **আপীল বা রিভিশনের পর্যায়ে মধ্যস্থতা।**—(১) ৭ম পরিচ্ছেদের অধীন আপীল বা রিভিশন কার্যক্রম অব্যাহত থাকার যে কোন পর্যায়ে পক্ষগণ মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপীল বা রিভিশন মামলার বিষয়বস্তু নিস্পত্তি করিয়া আদালতকে অবহিত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে ধারা ২২ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীন অবহিত হইলে এবং নিষ্পত্তির বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে, উক্ত আপীল বা রিভিশন মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিয়া আদেশ প্রদান করিবে।”।

১৬। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর “ধারা ২১ বা ২২ এর বিধান সত্ত্বেও,” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।”।

১৭। **২০০৩ সনের ৮নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর “০৮% (আট শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১২% (বার শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি এবং “১২% (বার শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে “১৬% (ষোল শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(৪) এই ধারার পূর্ববর্তী উপ-ধারাসমূহে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৪১ ও ৪২ এর বিধান অনুযায়ী বিবাদী-দায়িক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা করিয়া উচ্চতর আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করিবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বিবাদী-দায়িক অনুরূপ নির্ধারিত পরিমাণ টাকা বা, ক্ষেত্রমত, জামানত জমা না করিয়া নিম্ন আদালতের আদেশ বা ডিক্রীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তর্কিত করিয়া হাইকোর্ট বিভাগে রীট আবেদন দায়ের করেন এবং উক্ত রীট আবেদন হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ কর্তৃক খারিজ হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের জন্য ২৫% বার্ষিক সরল হারে সুদ বা, ক্ষেত্রমত, মুনাফা আরোপিত হইবে।”।

১৮। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ৩৯ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংশোধিত অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইন এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইন এর অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd